তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ নং কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

'আমাগের শিক্ষার সুযোগ চাই'

ভবদহের জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তির দাবিতে ডিসি অফিস ঘেরাও

■ যশোর অফিস

'ঘরবাড়ি আর স্কুল ডুবে যাওয়ায় আমরা লিখাপড়া করতি পারতিছিনে। আমরা আমাগের শিক্ষার সুযোগ চাই। আমাগের বাসস্থান ফিরে পাতি চাই।' কুলটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী রিতু সরকার মাইক হাতে এমন করেই শিক্ষা আর বাসস্থানের অধিকার ফিরে পাবার দাবি তুলে ধরে। ভবদহের জলাবদ্ধ অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ গতকাল রবিবার যশোরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাওকালে সমাবেশের সময় কিশোরী রিতুও বক্তব্য রাখে।

রিতুর স্কুলের প্রায় শখানেক ছাত্রীও এসেছিল ঘেরাও কর্মসূচিতে। তাদেরই একজন ১০ম শ্রেণির ছাত্রী জয়শ্রী মন্ডল ইত্তেফাককে ক্ষোভের সাথে বলে, 'সুন্দরবনেও জোয়ারের জল এসে ভাটায় ফিরে যায়। কিন্তু এখানে জল এসে দেড় মাসেও সরছে না। এভাবে পশুপাখিও বাঁচতে পারে না। আমাদের বাঁচতে হচ্ছে। এরে কী বাঁচা কয়?' একই ক্লাসের ছাত্রী ব্রীতি মন্ডল বলে, 'আমাগের দুই তলা স্কুলির একতলা আজও পানির মধ্যি রয়ছে। স্কুল একমাস বন্ধ ছিল। এখন খুললিও পানি ভাইঙ্গে আমরা স্কুলি আসতি পারতিছিনে।' মোহনা বিশ্বাস বলে, 'পঁচা পানি আমাগের গায় লাগএ ঘা-পাঁচড়া হচ্ছে। সাপ-ব্যাঙের সাথে আমরা একসাথে বাস করতিছি।'

ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে আস্যা মনিরামপুরের লখাইডাঙ্গা গ্রামের কবিতা দত্ত বলেন, 'আমাগের ঘরের মধ্যি জল। ঢেউয়ের তোড়ে রাস্তাঘাটও ভাইঙ্গে গেছে। ঘরবাড়ি ছাইড়ে আমরা রাস্তায় গরু-ছাগল নিয়ে একসাথে বাস করতিছি। রান্নাবান্নাও ঠিকমতো করতি পরতিছিনে।' সুজাতপুরের কৃষক চিত্তরঞ্জন মন্ডল বলেন, 'জলে ল্যাট্রিন সব নষ্ট হইয়ে গেছে। সাদা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ল্যাট্রিন বানাইছি। অতি কী আর লজ্জা নিবারন হয়?'